> নীরবতা থেকে সক্রিয়তা : ফ্রান্সে চীনারা

ইয়া-হান চুয়াং, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোগ্রাফিক স্টাডিজ (আইএনইডি), ফ্রান্স; **ইমিলি ট্রান**, হংকং ব্যাপ্টিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং **হেলেন লে বাইল**, সিএনআরএস, সিইআরআই-সাইন্স পো প্যারিস, ফ্রান্স

ফরাসী বংশোদ্ভূত এশীয়রা প্যারিসে এশিয়ান বিরোধী জাতিগত অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে।
ক্রেডিট: ক্যামিলি মিলের্যান্ড।

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ যেমন, যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ডসের মতো ফ্রান্সে চীনা সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিদ্যমান। চীনাদের প্রাথমিক উপস্থিতি তিনটি প্রধান বিষয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল। তা হলো : উপনিবেশ স্থাপন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনা শ্রমিকদের নিয়োগ এবং আন্তঃযুদ্ধকালীন সময়ে ছাত্রদের বসবাস। সাম্প্রতিক অভিবাসনের ঢেউয়ে এই প্রাথমিক গতিশীলতার প্রভাব ছিল। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের পরে প্রাক্তন অভিবাসী নেটওয়ার্কগুলোর পুনরাবৃত্তির কারণে আজকাল ঝেজিয়াং প্রদেশের ওয়েঞ্জু ফ্রান্সে চীনা অভিবাসী এবং তাদের বংশধরদের উৎপত্তির মূলস্থান। উপরন্তু, ফরাসি উপনিবেশের অন্যতম উত্তরাধিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আগত বিদেশি চীনারা–যারা ১৯৭০ এবং ১৯৮০–এর দশকে কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, এবং লাওস থেকে শরণার্থী হিসাবে আসেন। শতাব্দীর শুরু থেকে ফ্রান্সে জাতিগত চীনা জনগোষ্ঠীর গঠন এদের উৎপত্তির স্থান, অভিবাসন রুট, এবং শ্রেণির দিক বিবেচনায় আরো বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। ফ্রান্স উত্তর চীন থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীদের জন্য গন্তব্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে; ১৯৯০ -এর দশকে একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরের কারণে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাইয়ের কবলে পড়া স্থানসমূহ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ছাত্র ভিসা ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের প্রাথমিক বৈধ পথ হিসেবে রয়ে গেছে। ফ্রান্সে, মরোক্কোর পরে বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় (৯%) অবস্থানে রয়েছে চীনা বিদেশি অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা।

ফ্রান্সের অন্যতম বৃহত্তম চীনা অভিবাসী জনসংখ্যা রয়েছে ইউরোপে (আনুমানিক প্রায় ৪০০,০০০ চীনা অভিবাসী ও বংশধর, যদিও ফ্রান্সের কোনোও সরকারী জাতিগত পরিসংখ্যান নেই); আবাসিক বিদেশিদের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (পিআরসি)-এর নাগরিকরা পঞ্চম বৃহত্তম দল। তারা শুধু শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থার (ধনী বিনিয়োগকারী, বহুজাতিক ব্যবসায়ী, পেশাদার, ছাত্র, উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক) ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় নয় বরং তারা প্রজন্ম, গতিশীলতা এবং ফরাসি সমাজে অংশগ্রহণের মাত্রার দিক থেকেও বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে কিছু যৌথ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জাতিগত চীনা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (প্রধানত ওয়েনঝু) থেকে আসা অভিবাসীদের মধ্যে অভিবাসী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও অতি সম্প্রতি নিরাপত্তা ইস্যু এবং দৈনন্দিন বর্ণবাদের নিন্দা জানানোর জন্য সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের উত্থান।

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কর্মকাণ্ড :

প্যারিস ও তার শহরতলীতে চীনা সম্প্রদায় চুরি এবং ক্ষুদ্র অপরাধের শিকার হয়েছে। চীনা ব্যবসা এবং বিলাসবহুল বিবাহ ভোজসহ বিভিন্ন উদ্‌যাপনের প্রতি মনোযোগের কারণে চীনারা শুধু ধনী বলেই বিবেচিত হয় না; লাঞ্ছনা ও ডাকাতির পর পুলিশের সাহায্য নিতে তাদের অনিচ্ছার কারণে তারা বহুজাতিক আর্থ--সামাজিকভাবে বঞ্চিত পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে আরো অসুরক্ষিতও বটে। অনথিভুক্ত অভিবাসী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ফরাসি রাজনীতির প্রতি অনিশ্চিত মর্যাদা এবং উদাসীনতা ঐতিহাসিকভাবে তাদের সংগঠিত করতে অনিচ্ছুক করে তুলেছিল।

>>

যাই হোক, গত এক দশকে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং ঘটনার মধ্যে প্যারিসের চীনা সম্প্রদায়–যারা একসময় নীরব বা এমনকি, 'আদর্শ সংখ্যালঘু', পরিশ্রমী এবং কম প্রোফাইলধারী হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা পুলিশের সুরক্ষার দাবিতে কমপক্ষে পাঁচটি বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করেছে। কখনো কখনো তাদেরকে 'বিদেশের নাগরিকদের সুরক্ষা' দেওয়ার ভিত্তিতে চীনা দূতাবাস দ্বারা সমর্থন দেওয়া হয়েছে। ২০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে চীনা সরকারের অগ্রাধিকার হচ্ছে, যেখানেই তার নাগরিকদের স্বার্থ ঝুঁকির মধ্যে আছে; সেখানেই তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের পাঁচটি দৃষ্টান্ত তাদের সংগঠিত করার নমুনায় ছিল। তা হলো : তিনটি ছিল রাস্তায় ব্যাপক বিক্ষোভ; একটি ছিল উদ্যোক্তাদের একটি সমিতি– যা একটি (ব্যর্থ) চাপ সৃষ্টিকারী দলে পরিণত হয়; এবং শেষটি ছিল রাস্তায় দাঙ্গা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সমন্বয়। এই জনসমাগম সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় চীনা বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার অভাব তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বজনীন কিছু দাবি করে। দাবিগুলো হলো : এলাকায় টহলদারি পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো; আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি জোরদার করা; এবং ক্ষতিগ্রস্থ চীনাদের জন্য পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়াটি সহজতর করা।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের শহরতলীতে এক চীনা শ্রমিকের হত্যাকাণ্ডের পর রাস্তায় বিক্ষোভ একটি 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত হয়–যেখানে দ্বিতীয় প্রজন্ম আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ফরাসি-বংশোদ্ভূত জাতিগত চীনারা কাঠামোগত বর্ণবাদের উপর জোর দেওয়ার দাবি পুনর্গঠন করে–যেটি তাদের নিজেদের বা অন্যান্য এশিয়ানদের লক্ষ্য করে সহিংসতার সৃষ্টি করে। যদিও চীনা সক্রিয়তা এবং প্যান-এশিয়ান সামাজিক আন্দোলন উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এটি ইউরোপে একটি নতুন গবেষণা কেন্দ্র। ফরাসিদের ক্ষেত্রে ফরাসি চীনা দ্বারা চালু করা তিনটি প্রধান কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। এর সবগুলো বাঁধাধরা প্রতিনিধিত্ব ও স্বীকৃতি অনুসন্ধান সম্পর্কিত। যথা, (১) সমষ্টিগত স্মৃতি সংগ্রহ ও সঞ্চালন করা ; (২) টার্গেট করা সহিংসতার বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া; এবং (৩) এশিয়ানদের বাঁধাধরা প্রতিনিধিত্ব উন্মুক্ত করতে প্রতিনিধিত্বের আংশিক পরিবর্তনে সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা।

স্থানীয় বংশোদ্ভূত ফরাসি চীনাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড বুঝতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। যখন অনলাইন সামাজিক নেটওয়ার্কিং ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরের জন্য একটি স্থান প্রদান করে। বিশেষ করে; সাধারণ ক্ষুদ্র আগ্রাসন এবং বর্ণবাদী অপমানের গোপন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানানো হয়েছে। ফরাসি চীনারা ফোরাম এবং আলোচনা গ্রুপ তৈরি করতে শুরু করে বিশেষ করে; ফেসবুকে ও পরে উইচ্যাট এবং টুইটারে–যেখানে তারা প্রধানত ফরাসি ভাষায় কখনো কখনো চীনা বা অন্যান্য এশিয়ার ভাষার সাথে মিশ্রিত ভাষায় তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের পর যে 'সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা' গড়ে উঠেছে তা মূলত অনলাইন সরঞ্জাম যেমন ছোট ভিডিও, ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েব সিরিজ এবং পডকাস্ট (Podcast) ব্যবহার করে গড়ে উঠেছিল–যা শৈল্পিক এবং মিডিয়া ক্ষেত্র থেকে ফরাসি বংশোদ্ভূত এশিয়ানদের মধ্যে সাক্ষাতের নতুন সুযোগ প্রদান করে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে অনেকে একটি সম্মিলিত পরিচয় নির্মাণ এবং ফ্রান্সে এশিয়া বিরোধী বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সমর্থন করতে অবদান রেখেছেন। কেউ কেউ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবির সাথে তাদের কর্মকাণ্ডের সেতুবন্ধন করার চেষ্টা করে (যেমন, গ্রেস লি'র পডকাস্ট, Kiffe ta race, বিখ্যাত আফ্রো-নারীবাদী রোখায়া ডায়ালো রচিত অথবা 'ব্যাক লাইভস ম্যাটার' বিক্ষোভে এশিয়ান ফরাসিদের অংশগ্রহণ) আন্তঃজাতিগত উত্তেজনা নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করছে। লিঙ্গ-বিষয়ক অন্যান্য জাতিগত বিষয় যেমন, এশিয়ার নারীদের যৌনদীপ্তকরণ (erotization) এবং সেই সাথে এশিয়ান পুরুষদের যৌন নিস্তেজকরণ (desexualization) রচনা করা।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে কোভিড-১৯ চীনকে একটি আন্তর্জাতিক গণ-কূটনৈতিক প্রচারণা মঞ্চস্থ করার এক অনন্য সুযোগ প্রদান করে। বিদেশি চীনাদের সমর্থনকে একত্রিত করে তারা যেটাকে 'আসল চীনের কাহিনি' বলে অভিহিত করে। পিআরসি (PRC) সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এশিয়া বিরোধী বর্ণবাদের বিরুদ্ধে চীনা জাতিগত কর্মকাণ্ডের ঢেউকে কাজে লাগাতে চায় কিনা তা এখনো দেখার বিষয়। আরো কৌতূহলজনক হবে যে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের জাতিগত চীনারা মাতৃভূমির বহুজাতিক প্রসার এবং একত্রীকরণ প্রচেষ্টার প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা তুলনা করা। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
ইয়া-হান চুয়াং <ya-han.chuang@ined.fr>
এমিলি ট্রান <emilietran@hkbu.edu.hk>
হ্যালেন লে জামা <helene.lebail@sciencespo.fr>